Mamun Smrity Public High School

P.O. : Sontia Bazar, Upazila & District: Jamalpur
Established: 1994, School Code No: 9040, EIIN: 109930
Center Code: 426, Upazila Code: 340, District Code: 41
Website: www.msphs-edu.com

Ref. No: Date: 07/04/2022

স্কুলের ইতিহাস

আমাদের জামালপুর জেলার প্রবেশদ্বার সদর উপজেলার দক্ষিণ প্রান্তে ঢাকা-জামালপুর মহাসড়কের পাশে বংশাই নদী ঘেরা ১৪নং দিগপাইত ইউনিয়ন অবস্থিত। এই ইউনিয়নের কেন্দ্রস্থলে জামালপুর জেলার দ্বিতীয় বৃহত্তম ঐতিহ্যবাহী ছোনটিয়া বাজার অবস্থিত। ইউনিয়ন পরিষদ ভবন, ভূমি অফিস, খাদ্য গুদাম, কৃষি অফিস, কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্রসহ সরকারী প্রায় সকল স্থাপনা ছোনটিয়া বাজার অবস্থিত। ত্রিশ হাজারেরও অধিক জন অধ্যুষিত এই এলাকায় কেন্দ্রীয় মসজিদ, কৃষি ব্যাংক, বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এই বাজারেই অবস্থিত। এই বাজারকে স্মরণীয় করে তুলেছেন যারা, তাঁদেরই একজন এলাকার গুরুজনদের গুরু যার যাদুর স্পর্শে এলাকার যারাই সুশিক্ষায় শিক্ষিত, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বিকশিত হয়েছেন, জন্মস্থানকে আলোকিত করেছেন, তাদের প্রায় সকলেরই গুরু মরহুম আলহাজ মফিজ উদ্দিন আহমেদ এর গুরুগৃহ (বাসগৃহ) এই ছোনটিয়া বাজারে অবস্থিত। '৮০ এর দশকে ছোনটিয়া বাজার কেন্দ্রিক অনেক কিছু থাকা সত্ত্বেও একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল না।

সকলে মিলে মেধাবী শিক্ষার্থীদের নিয়ে অনন্য সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হবে। এমনি ভাবনা চিন্তার মাঝেই ১৯৭৮ সালের ৬ই ডিসেম্বর শিক্ষা গুরু আলহাজ মফিজ উদ্দিন স্যারের একমাত্র পুত্র সন্তান, প্রতিষ্ঠাতা মহোদয়ের সহপাঠী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র মামুনুর রশিদ মনজু আকস্মিক মৃত্যু বরণ করেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না..... রাজিউন)। তাঁর এই অকাল মৃত্যুতে মফিজ স্যার মানসিকভাবে বিধ্বস্ত হয়ে পড়েন। আমরা হারাই একটি ফুটন্ত গোলাপ। কষ্ট বেদনার মাঝেও দৃঢ় প্রত্যয় বুকে নিয়ে ১৯৭৯ সালের জানুয়ারী মাসের শীতের পড়ন্ত বিকেলে (আশুরার ছুটির দিনে) তৎকালীন ইউপি অফিস, বর্তমান মুক্তিযোদ্ধা সংসদ অফিসের সম্মুখে মা-মাটি মানুষের আকর্ষণে কতগুলো মানুষ মাটিতে গজানো ঘাসকে বিছানা করে বসে পড়েন, ঘাসের উপর বৈঠক হয়। সেই বৈঠকে নেতৃত্ব দেন আলহাজ ফজলুল হক মাষ্টার। মোঃ ফজলুল হক আজকের অতিরিক্ত সচিব গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, মোঃ আনোয়ারুল হক (তারা) জেলা দায়রা জজ বরিশাল, এস. এম. হায়দার আলী (খোকা) এ. জি. এম. অগ্রণী ব্যাংক-শেরপুর, আলহাজ মোঃ জয়নাল আবেদীন সিনিয়র অফিসার সোনালী ব্যাংক, মীর নেহাজ উদ্দিন, মোঃ মজাম্মেল হক এস. এ. এ. ও. মোহাম্মদ আলী এম. ডি. ন্যাশনাল অটো রাইস মিল, আলহাজ মোঃ জমির উদ্দিন মেম্বার, মোঃ শরীফ উদ্দিন মেম্বার, মোঃ শরীফ উদ্দিন, মোঃ আঃ ছালাম মেম্বার, আঃ মান্নান সরকার, মোঃ মোশারফ হোসেন, ভূপেন্দ্রমোহন সাহা, জাফর আহমেদ এস. এ. এ. ও. এবং সুরুজ্জামানসহ ছাত্র নেতৃবৃন্দ অনেক ব্যবসায়ীই বৈঠকে ছিলেন। আরও নাম মনে না হওয়া সকলেই উৎসাহ উদ্দীপনা যুগিয়েছেন সকলকে শ্রদ্ধার সাথে আমরা স্মরণ করি। বৈঠকে সর্ব সম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত হয় মফিজ স্যারের পুত্রশোক কিছুটা হলেও আমরা পূরণ করব। ছোনটিয়া বাজার কেন্দ্রিক শিক্ষার আলো জ্বালাবার লক্ষ্যে আমরা আমাদের স্বপ্নের একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়বো। এই বিষয়ে ঐক্যমতের ভিত্তিতে প্রাথমিক প্রয়াস হিসেবে মেধাবী ছাত্র মামুনের নামে "মামুন স্মৃতি সংঘ" গড়ে তোলা হলো। সভাপতির দায়িত্ব দেয়া হলো মরহুম শফিকুল ইসলাম মনজুকে। মামুন স্মৃতি সংঘ ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে সামাজিক সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড শুরু করে। আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব আমাদের সকলের অহংকার বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. আতিউর রহমান ও তাঁর অনুজ সুপ্রিম কোর্টের বিশিষ্ট আইনজীবী এডভোকেট

খলিলুর রহমান কর্ম কর্মব্যস্তার মাঝেও এলাকায় এসে সংঘের সদস্যদের উজ্জীবিত করে এলাকার উন্নয়নে তাদের স্বপ্নের কথা বলতেন।

ইতোমধ্যে ১৯৮২ সালে মামুন স্মৃতি সংঘের উদ্যোগে ছোনটিয়া বাজারে কাচারী মাঠে মোঃ বজলুর রহমান এ. ডি. সি. জামালপুরকে প্রধান অতিথি করে বিরাট আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। আমরা সেই অনুষ্ঠানে আমাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য তুলে ধরি। জনগণের মাঝে ব্যাপক সাড়া জাগে। মামুন স্মৃতি সংঘ মানুষের মুখপাত্রে পরিণত হতে শুরু করল। সংঘের কর্মীদের কাজের জন্য শীত-গ্রীষ্মে বৈঠক করতে হয়। অফিসগৃহ হিসেবে তরকারির হাটিতে আঃ কাদের আকন্দ সাহেবের ঘর ভাড়া নেয়া হলো। কার্যক্রম চলতে থাকে। ইতোমধ্যে মোঃ আব্দুল হামিদ '৯০ সালে জামালপুর সদর উপজেলার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। মামুন স্মৃতি সংঘের স্থায়ী অফিস করার সিদ্ধান্ত হয়। চেয়ারম্যান হিসেবে সরকার থেকে প্রাপ্ত দুই বান্ডিল ঢেউটিন বরাদ্দ দেয়া হয়। যার সাথে সদস্যদেরও আর্থিক সহযোগিতায় মামুন স্মৃতি স্কুলের পুরাতন গেটের পূর্বপাশে "মামুন স্মৃতি সংঘ" অফিস ঘর নির্মাণ করা হয়। মামুন স্মৃতি সংঘ ইতোমধ্যে সামাজিক উন্নয়ন-সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে এলাকায় ব্যাপক প্রসার লাভ করে।

মানুষের ব্যাপক চাহিদা এবং সংঘের সদস্যদের পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী সংঘকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরের লক্ষ্যে এক বিরাট বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠাতা মহোদয়ের বন্ধু শেখ মোঃ ইয়াকুব আলী জার্মান থেকে ফিরে আসেন। তিনি সংঘটিকে কিন্ডারগার্টেন স্কুলে রূপান্তরিত করার জন্য সার্বিক সহযোগিতা করেন। পর পর কয়েকটি বৈঠকের মাধ্যমে মামুন স্মৃতি সংঘকে- মামুন স্মৃতি কিন্ডারগার্টেন নামকরণ করা হয়। ধনাঢ্য ব্যবসায়ী বর্তমান ন্যাশনাল অটো রাইস মিলের মালিক মোহাম্মদ আলীকে সভাপতি ও মোঃ সুরুজ্জামানকে সাধারণ সম্পাদক- সর্বজন শ্রদ্ধেয় জনাব মোঃ সিদ্দিক স্যারকে প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ, পরবর্তীতে আঃ মান্নান খানকে অধ্যক্ষ নিয়োগ দিয়ে মামুন স্মৃতি স্কুলের কার্যক্রম চলতে থাকে। ছোনটিয়া বাজারে ভালো মানের স্কুল প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এবং ফুলকুঁড়ি শিশুদের কিন্ডারগার্টেন স্কুলে যাওয়ার সুযোগ করে দেয়ায় মানুষ উচ্ছ্বসিত হয়।

মহান মুক্তিযুদ্ধে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা যেমন ঝাঁপিয়ে পড়ে, তেমনি মামুন স্মৃতি কেজি স্কুল গড়ার লক্ষ্যে এলাকাবাসীও ঝাঁপিয়ে পড়েন। স্কুল গৃহ সম্প্রসারণের জন্য যার যার সাধ্যানুযায়ী গাছ, বাঁশ, ধান, ঢেউটিন ও অর্থ কেজি স্কুলের ফান্ডে দান করেন। স্কুল কমিটির সাথে যারা এই গড়ার কাজে জড়িত ছিলেন তাঁদের মধ্যে মরহুম আঃ ছামাদ ফকির (ভাইস চেয়ারম্যান), মরহুম ইব্রাহীম আলী সরকার, মরহুম তালেব আলী মেম্বার, মরহুম শামছুল হল মেম্বার, মরহুম খাদেম আলী মণ্ডল, মরহুম জহুরুল ইসলাম, মরহুম সেকান্দার আলী মণ্ডল প্রমুখের নাম বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। জীবিতদের অনেকেই বিদ্যালয় কমিটির আহ্বানে এগিয়ে আসেন, তাদের সকলকেই ধন্যবাদ। কেজি স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলশ্রুতিতে সভাপতি মোহাম্মদ আলী, সাধারণ সম্পাদক সুরুজ্জামানের নির্দেশনায় পুরাতন ক্যাম্পাসে রাস্তার পশ্চিমপাশে, পশ্চিম দোয়ারী চৌচালা টিনের ঘর তোলা হয়। ব্যাপক উদ্দীপনা নিয়ে শিক্ষা কার্যক্রম চলতে থাকে।

ইতোমধ্যে আঃ মান্নান খানের দক্ষ ব্যবস্থাপনায় মরহুম মজিবর মাস্টারের ক্রীড়া ও শৃঙ্খলা রক্ষায় শিক্ষার্থীদের শারীরিক প্রশিক্ষণের পাশাপাশি শিক্ষকদের কোঠর পরিশ্রমের ফলে লেখাপড়া ও নৈতিক শিক্ষার মান অনেক বেড়ে গেল। নব প্রতিষ্ঠিত দিগপাইত শামছুল হক কলেজসহ যেখানেই কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা সামাজিক অনুষ্ঠানের আয়োজন, যেখানেই মন্ত্রী, ডিসি বা কোন শিক্ষা কর্মকর্তার আগমন, সেখানেই "কেজি স্কুলের মজিবর মাস্টারের নেতৃত্বে ডিসপ্লে টিমের আমন্ত্রণ"। দিনে দিনে জামাপুর ও টাঙ্গাইল জেলার সীমান্ত এলাকায় মামুন স্মৃতির সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। ফলে জামালপুর জেলা সদর, ইসলামপুর, শেরপুর থেকে অভিভাবক তাদের ছেলেদের মামুন স্মৃতিতে ভর্তি করতে শুরু করেন। চাহিদার প্রয়োজনে ছাত্রাবাস নির্মাণ ও শিক্ষক শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় অতিরিক্ত ঘর নির্মাণ ও অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য অনেক টাকার প্রয়োজন দেখা দিল। অর্থ সংকটে – উপযুক্ত ফিডিং এর অভাবে শিক্ষার্থীদেরকে যথার্থভাবে গড়ে তোলা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। এমন সময় ত্রাতা হয়ে সর্বশক্তি নিয়ে হাত বাড়ালেন বিশিষ্ট দানবীর বহুশিক্ষা, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও

ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা সুপ্রিম কোর্টের স্বনামধন্য আইনজীবী এডভোকেট মোঃ খলিলুর রহমান ও তাঁর সুযোগ্য সহধর্মিণী অধ্যক্ষ বর্ণালী হোসেন।

সবার মধ্যে নব জাগরণের সৃষ্টি হলো। পর পর কয়েকটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। ৮০ দশকের শেষ ৯০ দশকের শুরু। প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো উন্নয়নে কমপক্ষে ছয় লক্ষ টাকা প্রয়োজন। স্কুল ক্যাম্পাসে সমাবেশ ডাকা হলো। সেই সমাবেশে এডভোকেট খলিলুর রহমান তাঁর জীবনের চড়াই-উৎরাইয়ের আবেগ ঘন বক্তৃতা করলেন। ঘোষণা দিলেন, "যে প্রতিষ্ঠানটি আমার – (চাচাতো) ভাই বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া মেধাবী ছাত্র মরহুম মামুনের নামে নামকরণকৃত এমন একটি ভাল মানের প্রতিষ্ঠান শুধু অর্থের অভাবে বিলীন হতে পারে না। এই প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে আমার জীবনের কষ্টার্জিত ছয় লক্ষ টাকাই শুধু নয়-আপনারা সকলে মিলে মেধা বিকাশের কারখানা হিসেবে প্রতিষ্ঠানটিকে গড়ে তুলবেন,যত টাকার প্রয়োজন আমি যোগান দেব – ইনশাআল্লাহ। তাঁর এই অনন্য অবদানের জন্য সকলে তাঁর পরিবারের সদস্যদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার রহমত কামনা করেন। সভায় সকলের ঐক্যমতের ভিত্তিতে কেজি স্কুলের নামকরণ "মামুন স্মৃতি পাবলিক স্কুল" এবং এডভোকেট খলিলুর রহমানের এই দানে মুগ্ধ হাজারো জনতা করতালির মাধ্যমে স্বীকৃতি স্বরূপ তাঁকে মামুন স্মৃতি পাবলিক স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে ঘোষণা করেন। তিনি অধ্যাবদি চল্লিশ লক্ষাধিক টাকা দান করেছেন।

বিদ্যালয়ের প্রধান উপদেষ্টা বাংলাদেশ ব্যাংকের সুযোগ্য গভর্নর- ড. আতিউর রহমান অন্যান্যদের সহযোগীদের সাথে একটি কম্পিউটার ভবন নির্মাণসহ আই.টি সেক্টরে প্রভূতঃ উন্নয়ন প্রদান করেছেন। আমরা তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ।

পরবর্তীতে বিদ্যালয়ের পরিধি আরও ব্যাপক হলে অবকাঠামো উন্নয়নে ভূমি সংকট দেখা দেয়। ১৯৯৬-২০০১ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারের ভূমি প্রতিমন্ত্রী জামালপুরের কৃতি সন্তান বীর মুক্তিযোদ্ধা মরহুম আলহাজ রাশেদ মোশারফের সক্রিয় সহযোগিতায় ৮১ শতাংশ সরকারী খাস জমি দীর্ঘমেয়াদী বন্দোবস্ত গ্রহণ করা হয়। এখানে পুরাতন ক্যাম্পাসের একটি অংশ ও নতুন ক্যাম্পাস অবস্থিত। আমরা তাঁকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি। স্মরণ করি দাতা সদস্য মরহুম মেজর জেনারেল এম খলিলুর রহমান এমপি, প্রধান শিক্ষক মরহুম আঃ জলিল সহকারী শিক্ষক মরহুম আক্তারুজ্জামান ও রুবিনা খাতুনকে।

বর্তমান প্রধান শিক্ষক জাহাঙ্গীর আলম, প্রতিষ্ঠাকালীন শিক্ষক মণ্ডলী, শিক্ষক কর্মচারী, শিক্ষার্থীদের অক্লান্ত পরিশ্রম, অভিভাবক-সুধীজনের সর্বাত্মক সহযোগিতা, কমিটির দক্ষ ব্যবস্থাপনায় মামুন স্মৃতি পাবলিক স্কুল ফুলে ফুলে প্রস্ফুটিত হয়ে এই অঞ্চলের মানুষের উন্নতজীবন বোধের ধারক ও বাহক পরিণত হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রী ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষকসহ সরকারি-বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে দেশে-বিদেশে কর্মরত। আমরা সকলের কল্যাণ কামনা করি। ৩১ বছরে বিদ্যালয়টি জামালপুর জেলার অন্যতম সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এক লক্ষ টাকা উদ্দীপনা পুরস্কার প্রদান করেন। জাতীয় বিতর্ক প্রতিযোগিতাসহ জেলা-উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিদ্যালয়টি প্রথম স্থান অধিকার করে। যে কোন পরীক্ষার ফলাফল অত্যন্ত ভাল।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রাক্তন ভূমি মন্ত্রী আলহাজ মোঃ রেজাউল করিম হীরা এমপি বিভিন্ন সহযোগিতা করেছেন। বিশিষ্ট ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ আলী, দানবীর মেহেরুন নাহার, জামালপুর জেলা পরিষদের প্রশাসনিক কর্মকর্তা জনাব আবু তাহা সিদ্দিকী, নির্বাচিত ইউপি চেয়ারম্যান, সদস্যবৃন্দ, বিভিন্ন সময়ে কর্মরত শিক্ষকবৃন্দ যারাই বিদ্যালয়ের সহযোগিতা করেছেন- সকলকে শ্রদ্ধা জানাই। কমিটির সম্মানিত সদস্যবৃন্দ বিদ্যালয়ের উন্নয়নে কোঠর পরিশ্রম করে যাচ্ছেন, তাদেরকে ধন্যবাদ। বিদ্যালয়ের ভবিষ্যৎ উন্নয়নে সকলের সর্বাত্মক সহযোগিতা কামনা করি। আমীন।

স্কুলের সভাপতি *মোঃ আব্দুল হামিদ স্যারের* রচনা অবলম্বনে ।